CUET UG 2026 Bengali Question Paper 15 May Shift 1

NATIONAL TESTING AGENCY
Excellence in Assessment

General Instructions

(i) This question paper contains 50 questions. All questions are compulsory.

(ii) It comprises 50 single-correct multiple-choice questions.

(iii) These questions follow the CUET (UG) examination pattern.

(iv) Each correct answer is awarded +5 marks, with -1 for an incorrect answer.

(v) The time allotted for this paper is 60 minutes.

(vi) Attempt every question; detailed solutions are provided in the companion solutions booklet.

1. 'অ+এ =ঐ' এই সন্ধিসূত্র ব্যবহার করে নীচের কোন শব্দটির সন্ধি সঠিক ভাবে করা যাবে?

(A) অত্যন্ত

(B) মতৈক্য

(C) জনৈক

(D) বনৌষধি

2. 'দিক্+অন্ত= দিগন্ত' এটি কোন সন্ধির উদাহরণ ?

(A) ব্যঞ্জনসন্ধি

(B) স্বরসন্ধি

(C) নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

(D) নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

3. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ দেওয়া হল:

A. নে+অন =নিয়ন

B. পো+ অন= পবন

C. নে+ইক= নাবিক

D. ভো+অন= ভবন

নীচের যে বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য **শুদ্ধ**, সেটি হল:

(A) কেবল B এবং D

(B) কেবল A এবং C

(C) কেবল A এবং D

(D) কেবল B এবং C

4. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করো:

তালিকা I	**তালিকা II**
A. সোনা+আলি=সোনালি	I. বাংলা স্বরসন্ধি
B. আ+চর্য= আশ্চর্য	II. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি
C. উদ্+ চারণ= উচ্চারণ	III. ব্যঞ্জনসন্ধি
D. সতী+ইন্দ্র= সতীন্দ্র	IV. স্বরসন্ধি

প্রদত্ত সংকেতে **সঠিক** উত্তরের বিকল্পটি হল:

(A) A-IV, B - II, C-I, D-III

(B) A-IV, B-I, C-III, D-II

(C) A-II, B-I, C-III, D-IV

(D) A-I, B-II, C-III, D-IV

5. 'সে **<u>ইংরেজিতে</u>** ফেল করেছে।'- রেখাঙ্কিত শব্দটি কোন কারকের উদাহরণ?

(A) অপাদান

(B) অধিকরণ

(C) নিমিত্ত

(D) কর্তৃ

6. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:
A. যে সব বিভক্তি একাধিক কারকে প্রযুক্ত হয় তাকে বলে 'তির্যক' বিভক্তি।
B. এ, তে, কে, রে হল তির্যক বিভক্তির উদাহরণ।
C. কর্ম কারকে 'শূন্য', 'কে', 'রে', 'এ'-প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহার হয়।
D. করণ কারকে ব্যবহৃত 'দ্বারা', 'দিয়া' হল বিভক্তির উদাহরণ।
প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য **শুদ্ধ**, সেটি হল:

(A) A, B, C এবং D

(B) কেবল A, B এবং C

(C) কেবল A এবং D

(D) কেবল B এবং D

7. **পরশু থেকে** আমার জ্বর। - রেখাঙ্কিত অংশটি কোন কারকের উদাহরণ ?

(A) অধিকরণ

(B) নিমিত্ত

(C) অপাদান

(D) কর্ম

8. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:
A. যে কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদে উপমান ও উত্তরপদে সাধারণ ধর্ম থাকে তাকে বলে উপমিত কর্মধারয় সমাস।
B. 'কুসুমকোমল', 'ঘনশ্যাম' উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।
C. 'পুরুষ সিংহের মতো= পুরুষসিংহ' হল উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।
D. মন রূপ মাঝি= 'মনমাঝি' হল মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য **শুদ্ধ**, সেটি হল:

(A) কেবল B এবং C

(B) কেবল A, B এবং C

(C) কেবল B এবং D

(D) কেবল A এবং C

9. 'কূলের সমীপে = উপকূল' এটি কোন সমাসের উদাহরণ?

(A) দ্বন্দ্ব

(B) বহুব্রীহি

(C) অব্যয়ীভাব

(D) কর্মধারয়

10. 'জলে চরে যে= জলচর' এই উদাহরণটি হল-

(A) কর্ম তৎপুরুষ সমাসের

(B) করণ তৎপুরুষ সমাসের

(C) উপপদ তৎপুরুষ সমাসের

(D) সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাসের

11. বাংলা বর্ণমালায় অনুস্বর (ং) এবং বিসর্গ (ঃ) হল-

(A) অযোগবাহ বর্ণ

(B) তাড়নজাত বর্ণ

(C) তরল স্বর

(D) উষ্ম বর্ণ

12. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করো:

তালিকা I	তালিকা II
A. ব,ভ,ম	I. তাড়নজাত বর্ণ
B. ড়, ঢ়	II. ঘোষ বর্ণ
C. স,শ,ষ	III. নাসিক্য বর্ণ
D. ঙ, ঞ, ম	IV. উষ্ম বর্ণ

প্রদত্ত সংকেতে **সঠিক** উত্তরের বিকল্পটি হল:

(A) A -IV, B - I, C -II , D -III

(B) A -I, B -II , C -III, D -IV

(C) A -III, B-II, C -I, D -IV

(D) A -II , B -I, C -IV , D -III

13. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল-
A. বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হল ঘোষ বর্ণ।
B. বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ হল অঘোষ বর্ণ।
C. খ, ঘ হল মহাপ্রাণ বর্ণ।
D. ক,গ হল অল্পপ্রাণ বর্ণ।
প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য **শুদ্ধ**, সেটি হল:

(A) কেবল C এবং D

(B) কেবল A এবং B

(C) কেবল B এবং C

(D) কেবল A এবং C

14. 'চন্দ্র', 'মিত্র', 'রাত্রি', 'কৃষ্ণ' শব্দগুলি হল -

(A) তদ্ভব শব্দ

(B) তৎসম শব্দ

(C) অর্ধতৎসম শব্দ

(D) বিদেশী শব্দ

15. 'ঢাল', 'ঢোল', 'ঢিল' এই শব্দগুলি হল-

(A) দেশী শব্দ

(B) বিদেশী শব্দ

(C) তৎসম শব্দ

(D) তদ্ভব শব্দ

16. আমি **দ্বাদশ** শ্রেণির ছাত্র- রেখাঙ্কিত শব্দটি কোন শ্রেণির বিশেষণ?

(A) সংখ্যাবাচক বিশেষণ

(B) মাত্রাবাচক বিশেষণ

(C) অবস্থাবাচক বিশেষণ

(D) পূরণবাচক বিশেষণ

17. যে পদ অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বলে----------------পদ।

(A) সর্বনাম

(B) বিশেষ্য

(C) বিশেষণ

(D) অব্যয়

18. নীচের কোনটি সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ **নয়**?

(A) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম

(B) নির্দেশক সর্বনাম

(C) পূরণবাচক সর্বনাম

(D) প্রশ্নবাচক সর্বনাম

19. 'দেখিয়া>দেইখ্যা', 'বানিয়া>বাইন্যা'- এই দুটি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ -

(A) স্বরভক্তির

(B) অভিশ্রুতির

(C) স্বরসংগতির

(D) অপিনিহিতির

20. 'শ্রী> ছিরি', 'ধর্ম> ধরম' হল ---------------------------- উদাহরণ।

(A) অভিশ্রুতির

(B) স্বরসংগতির

(C) বিপ্রকর্ষের

(D) অপিনিহিতির

21. নীচে কয়েকটি বিবৃতি দেওয়া হল-
A. যে ক্রিয়ায় কর্ম থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।
B. 'শিশুটি চাঁদ দেখছে'-- এটি অকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ।
C. 'সে ঘুমোচ্ছে'- এটি সকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ।
D. যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের ভাব সমাপ্ত হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য **শুদ্ধ**, সেটি হল-

(A) কেবল A এবং D

(B) কেবল B এবং C

(C) কেবল B এবং D

(D) কেবল A এবং B

22. "<u>**আমি**</u> কুল খেতে ভালোবাসি"- রেখাঙ্কিত পদটি কোন পুরুষের উদাহরণ?

(A) প্রথম পুরুষ

(B) উত্তম পুরুষ

(C) তৃতীয় পুরুষ

(D) মধ্যম পুরুষ

23. 'সে', 'তিনি', 'তারা - এগুলি কোন পুরুষ?

(A) প্রথম পুরুষ

(B) উত্তম পুরুষ

(C) মধ্যম পুরুষ

(D) তুমি-পক্ষ

24. নিত্য পুং লিঙ্গের উদাহরণ হল-

(A) ভ্রাতা

(B) বিদ্বান্

(C) নর

(D) স্ত্রৈণ

25. 'দীন' শব্দের অর্থ হল-

(A) দরিদ্র

(B) দিবস

(C) বংশ

(D) অধ্যায়

26. 'বিবর' শব্দের অর্থ কী?

(A) পৃথিবী

(B) মহাকাশ

(C) গর্ত

(D) তীর

27. "ত্যাগ" শব্দটির পদ পরিবর্তন/ পদান্তর করলে হবে-

(A) ত্রস্ত

(B) তরণ

(C) ত্যাগ্য

(D) ত্যাজ্য

28. 'বন্য' শব্দটির বিপরীত শব্দ হল-

(A) বনজ

(B) প্রাজ্ঞ

(C) গৃহপালিত

(D) অর্বাচীন

29. 'সিদ্ধান্ত' শব্দটির বিপরীত শব্দ হল-

(A) উত্তরণ

(B) অনুচ্ছাস

(C) অনুচিত

(D) অনুমান

30. "হাতে হাতে যে যুদ্ধ= হাতাহাতি" এই ব্যাসবাক্য সহ সমাসের উদাহরণটি------
--------------------সমাসের।

(A) সহার্থক বহুব্রীহি

(B) ব্যতিহার বহুব্রীহি

(C) উপপদ তৎপুরুষ

(D) কর্ম তৎপুরুষ

31. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:
A. উপসর্গের কাজ ধাতুর অর্থকে পরিবর্তন বা ধাতুর মূল অর্থকে বিশিষ্টতা দান।
B. উপসর্গগুলি ধাতুর পরে যুক্ত হয়।
C. উপসর্গগুলি আসলে অব্যয়।
D. 'প্র', 'পরা', 'অপ' হল বিদেশি উপসর্গ।
প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য **শুদ্ধ**, সেটি হল

(A) কেবল C এবং D

(B) কেবল A এবং D

(C) কেবল B এবং D

(D) কেবল A এবং C

32. 'পাতিলেবু' এবং 'পাতিহাঁস' এই শব্দদুটির 'পাতি' হল-

(A) সংস্কৃত উপসর্গ

(B) অনুসর্গ

(C) বাংলা উপসর্গ

(D) বিদেশী উপসর্গ

33. 'হাতের পাঁচ' এই বাগ্‌ধারাটির অর্থ হল-

(A) তোষামোদ করা

(B) শেষ সম্বল

(C) বিরাট পার্থক্য

(D) অসম্ভব বস্তু

34. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করো:

তালিকা I (বাগ্‌ধারা)	তালিকা II (বাগ্‌ধারার অর্থ)
A. সোনার পাথরবাটি	I. অসম্ভব বস্তু
B. অকূল পাথার	II. সমূহ বিপদ
C. ইলাহি কাণ্ড	III. বিরাট আয়োজন
D. তাসের ঘর	IV. ভঙ্গুর

প্রদত্ত সংকেতে **সঠিক** উত্তরের বিকল্পটি হল:

(A) A-II, B -I, C-III, D-IV

(B) A-I, B-II, C-III, D-IV

(C) A -III, B -II, C-I , D-IV

(D) A-IV, B-I, C-II , D-III

---

35. "উপদেশ ব্যতীত জাত প্রথমজ্ঞান"- এটিকে এককথায় প্রকাশ করলে কী হবে?

(A) উদীচ্য

(B) উপযোজন

(C) উপজ্ঞা

(D) উপশয়

---

36. নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ এককথায় প্রকাশ দেওয়া হল:
A. ছুতারের কাজ- তক্ষণ
B. জয়সূচক উৎসব- জয়ন্তী
C. ঘোষের স্ত্রী- ঘোষজা
D. গোপন করার ইচ্ছা- জিজীবিষা
প্রদত্ত সংকেতে **শুদ্ধ** বিকল্পটি হল:

(A) কেবল A এবং C

(B) কেবল B এবং D

(C) কেবল A এবং B

(D) কেবল C এবং D

37. নীচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস **নয়**?

(A) আনন্দমঠ

(B) চোখেরবালি

(C) বিষবৃক্ষ

(D) কপালকুণ্ডলা

38. 'অপু এবং 'দুর্গা' এই দুই বিখ্যাত কিশোর চরিত্রের স্রষ্টা হলেন-

(A) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(B) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(C) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(D) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

39. পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল-
শিশুপাঠ্য এই ছড়াটির রচয়িতা কে?

(A) সুকুমার রায়

(B) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

(C) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(D) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

40. প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করো:

তালিকা I (গ্রন্থ)	তালিকা II (লেখক)
A. ক্ষীরের পুতুল	I. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
B. ডমরুচরিত	II. সুকুমার রায়
C. আবোল তাবোল	III. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
D. ঠাকুরমার ঝুলি	IV. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রদত্ত সংকেতে **সঠিক** উত্তরের বিকল্পটি হল:

(A) A - I, B -II, C - III, D -IV

(B) A - III, B -IV, C - II, D -I

(C) A - III, B-I , C -II , D -IV

(D) A -II, B -I, C-IV, D -III

41.

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও।

এই সময়ের অন্যান্য গানের ধারায় থিয়েটারের গানের উল্লেখ করতে হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফের প্রচেষ্টায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনা 'The Disguise'-এর অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গান ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। শাস্ত্রীয় ও লঘু-উভয়প্রকার সংগীতেরই ব্যবহার এই নাটকে করা হয়েছিল। গোপাল উড়ে-কৃত বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। ১৮৫৭-য় নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রযোজনার জন্য গান লেখেন কবিচন্দ্র। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', 'রত্নাবলী', 'নব-নাটক' ও 'মালতী মাধব' নাটকের প্রয়োজনে গুরুদয়াল চৌধুরী ও বনোয়ারিলাল রায়ের গীত রচনার কথা জানা যায়। মধুসূদন দত্তের নাটকে পাশ্চাত্যরীতির প্রভাবে গানের সংখ্যা হ্রাস পেলেও 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে গানের প্রয়োগে তিনি সাহায্য নেন সংগীতজ্ঞ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। বস্তুত যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন এই সময়ের অধিকাংশ নাটকেই সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু), শরৎচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রযোজনায় 'নবনাটকের সংগীত পরিচালনা করেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। আবার 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' এবং পরবর্তী সময়ে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' প্রযোজিত নাটকগুলির সংগীত পরিচালক ছিলেন হিঙ্গুল খাঁ। গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, কবিচন্দ্র, মণিমোহন সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদয়াল চৌধুরী, মধুসূদন দত্ত, গোপাল উড়ে, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দুর্গাদাস কর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাটকের প্রয়োজনে কম বেশি ১৩৭০ টি গান রচনা করেছিলেন। এই সময়ের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে গানের ব্যবহার সমধিক। পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের সুচিন্তিত ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর নাটকের গান একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

'The Disguise'-এর বাংলা অনুবাদের নাম -

(A) কাল্পনিক সংবাদ

(B) কাল্পনিক সংসদ

(C) কাল্পনিক সংবদল

(D) কাল্পনিক সংবেদ

42.

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও।

এই সময়ের অন্যান্য গানের ধারায় থিয়েটারের গানের উল্লেখ করতে হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফের প্রচেষ্টায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনা 'The Disguise'-এর অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গান ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। শাস্ত্রীয় ও লঘু-উভয়প্রকার সংগীতেরই ব্যবহার এই নাটকে করা হয়েছিল। গোপাল উড়ে-কৃত বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। ১৮৫৭-য় নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রযোজনার জন্য গান লেখেন কবিচন্দ্র। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', 'রত্নাবলী', 'নব-নাটক' ও 'মালতী মাধব' নাটকের প্রয়োজনে গুরুদয়াল চৌধুরী ও বনোয়ারিলাল রায়ের গীত রচনার কথা জানা যায়। মধুসূদন দত্তের নাটকে পাশ্চাত্যরীতির প্রভাবে গানের সংখ্যা হ্রাস পেলেও 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে গানের প্রয়োগে তিনি সাহায্য নেন সংগীতজ্ঞ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। বস্তুত যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন এই সময়ের অধিকাংশ নাটকেই সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু), শরৎচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রযোজনায় 'নবনাটকের সংগীত পরিচালনা করেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। আবার 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' এবং পরবর্তী সময়ে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' প্রযোজিত নাটকগুলির সংগীত পরিচালক ছিলেন হিঙ্গুল খাঁ। গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, কবিচন্দ্র, মণিমোহন সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদয়াল চৌধুরী, মধুসূদন দত্ত, গোপাল উড়ে, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দুর্গাদাস কর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাটকের প্রয়োজনে কম বেশি ১৩৭০ টি গান রচনা করেছিলেন। এই সময়ের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে গানের ব্যবহার সমধিক। পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের সুচিন্তিত ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর নাটকের গান একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

শাস্ত্রীয় ও লঘু-উভয় প্রকার সংগীতেরই ব্যবহার করা হয়েছিল, যে নাটকে -

(A) 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে

(B) 'রত্নাবলী' নাটকে

(C) 'নবনাটক' নাটকে

(D) 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে

43.

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও।

এই সময়ের অন্যান্য গানের ধারায় থিয়েটারের গানের উল্লেখ করতে হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফের প্রচেষ্টায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনা 'The Disguise'-এর অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গান ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। শাস্ত্রীয় ও লঘু-উভয়প্রকার সংগীতেরই ব্যবহার এই নাটকে করা হয়েছিল। গোপাল উড়ে-কৃত বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। ১৮৫৭-য় নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রযোজনার জন্য গান লেখেন কবিচন্দ্র। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', 'রত্নাবলী', 'নব-নাটক' ও 'মালতী মাধব' নাটকের প্রয়োজনে গুরুদয়াল চৌধুরী ও বনোয়ারিলাল রায়ের গীত রচনার কথা জানা যায়। মধুসূদন দত্তের নাটকে পাশ্চাত্যরীতির প্রভাবে গানের সংখ্যা হ্রাস পেলেও 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে গানের প্রয়োগে তিনি সাহায্য নেন সংগীতজ্ঞ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। বস্তুত যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন এই সময়ের অধিকাংশ নাটকেই সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু), শরৎচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রযোজনায় 'নবনাটকের সংগীত পরিচালনা করেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। আবার 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' এবং পরবর্তী সময়ে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' প্রযোজিত নাটকগুলির সংগীত পরিচালক ছিলেন হিঙ্গুল খাঁ। গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, কবিচন্দ্র, মণিমোহন সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদয়াল চৌধুরী, মধুসূদন দত্ত, গোপাল উড়ে, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দুর্গাদাস কর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাটকের প্রয়োজনে কম বেশি ১৩৭০ টি গান রচনা করেছিলেন। এই সময়ের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে গানের ব্যবহার সমধিক। পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের সুচিন্তিত ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর নাটকের গান একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', 'রত্নাবলী' নাটকদুটির রচয়িতা হলেন-

(A) রামনারায়ণ তর্করত্ন

(B) গুরুদয়াল চৌধুরী

(C) বনোয়ারিলাল

(D) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

44.

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও।

এই সময়ের অন্যান্য গানের ধারায় থিয়েটারের গানের উল্লেখ করতে হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফের প্রচেষ্টায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনা 'The Disguise'-এর অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গান ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। শাস্ত্রীয় ও লঘু-উভয়প্রকার সংগীতেরই ব্যবহার এই নাটকে করা হয়েছিল। গোপাল উড়ে-কৃত বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। ১৮৫৭-য় নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রযোজনার জন্য গান লেখেন কবিচন্দ্র। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', 'রত্নাবলী', 'নব-নাটক' ও 'মালতী মাধব' নাটকের প্রয়োজনে গুরুদয়াল চৌধুরী ও বনোয়ারিলাল রায়ের গীত রচনার কথা জানা যায়। মধুসূদন দত্তের নাটকে পাশ্চাত্যরীতির প্রভাবে গানের সংখ্যা হ্রাস পেলেও 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে গানের প্রয়োগে তিনি সাহায্য নেন সংগীতজ্ঞ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। বস্তুত যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন এই সময়ের অধিকাংশ নাটকেই সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু), শরৎচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রযোজনায় 'নবনাটকের সংগীত পরিচালনা করেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। আবার 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' এবং পরবর্তী সময়ে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' প্রযোজিত নাটকগুলির সংগীত পরিচালক ছিলেন হিঙ্গুল খাঁ। গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, কবিচন্দ্র, মণিমোহন সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদয়াল চৌধুরী, মধুসূদন দত্ত, গোপাল উড়ে, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দুর্গাদাস কর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাটকের প্রয়োজনে কম বেশি ১৩৭০ টি গান রচনা করেছিলেন। এই সময়ের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে গানের ব্যবহার সমধিক। পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের সুচিন্তিত ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর নাটকের গান একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

'সাতুবাবু' নামে পরিচিত হলেন -

(A) বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী

(B) আশুতোষ দেব

(C) শরৎচন্দ্র ঘোষ

(D) কেশবচন্দ্র মিত্র

45.

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দাও।

এই সময়ের অন্যান্য গানের ধারায় থিয়েটারের গানের উল্লেখ করতে হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফের প্রচেষ্টায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনা 'The Disguise'-এর অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গান ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। শাস্ত্রীয় ও লঘু-উভয়প্রকার সংগীতেরই ব্যবহার এই নাটকে করা হয়েছিল। গোপাল উড়ে-কৃত বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। ১৮৫৭-য় নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রযোজনার জন্য গান লেখেন কবিচন্দ্র। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', 'রত্নাবলী', 'নব-নাটক' ও 'মালতী মাধব' নাটকের প্রয়োজনে গুরুদয়াল চৌধুরী ও বনোয়ারিলাল রায়ের গীত রচনার কথা জানা যায়। মধুসূদন দত্তের নাটকে পাশ্চাত্যরীতির প্রভাবে গানের সংখ্যা হ্রাস পেলেও 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে গানের প্রয়োগে তিনি সাহায্য নেন সংগীতজ্ঞ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। বস্তুত যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন এই সময়ের অধিকাংশ নাটকেই সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু), শরৎচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রযোজনায় 'নবনাটকের সংগীত পরিচালনা করেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী'। আবার 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' এবং পরবর্তী সময়ে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' প্রযোজিত নাটকগুলির সংগীত পরিচালক ছিলেন হিঙ্গুল খাঁ। গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, কবিচন্দ্র, মণিমোহন সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদয়াল চৌধুরী, মধুসূদন দত্ত, গোপাল উড়ে, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দুর্গাদাস কর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাটকের প্রয়োজনে কম বেশি ১৩৭০ টি গান রচনা করেছিলেন। এই সময়ের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে গানের ব্যবহার সমধিক। পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের সুচিন্তিত ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর নাটকের গান একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

'গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাটকের প্রয়োজনে কম বেশি ১৩৭০ টি **গান** রচনা করেছিলেন' -রেখাঙ্কিত শব্দটি কোন কারকের উদাহরণ?

(A) কর্তা

(B) করণ

(C) কর্ম

(D) অধিকরণ

46.

১৯৪৯-৫০ সালে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জঁ রেনোয়া 'দি রিভার' ছবির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। সত্যজিৎ রায় ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত এই দুই বন্ধু নিয়মিত ছবির শুটিং দেখতে জড়ো হতেন। রেনোয়ার সঙ্গে সিনেমা তৈরির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও হতো। এই সময় ডি জে কিমার নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় সত্যজিৎ কাজ করতেন। এরা তাঁকে লন্ডনে পাঠান। ইংল্যান্ডে থাকার সময় সত্যজিৎ ইউরোপের বিখ্যাত সব সিনেমা দেখার সুযোগ পান। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। দেশে ফেরেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি খসড়া চিত্রনাট্য নিয়ে। ফিরে এসে কলকাতার বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় শুটিং শুরু করেন। এই সিনেমা বানানোর জন্য টাকা জোগাড়ের তাগিদে তিনি নিজের বই, রেকর্ড, পেন্টিং বিক্রি করতেও বাধ্য হয়েছেন। টাকার অভাবে বহুবার শুটিং বন্ধও হয়ে গেছে। শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই সিনেমা শেষ হল। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট রিলিজ করে 'পথের পাঁচালী'। ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। ক্যামেরায় ছিলেন সুব্রত মিত্র। আর শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। এঁদের সকলের দক্ষতা ও ঐকান্তিক চেষ্টায় 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য সিনেমার সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হল। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি 'দ্য বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট (মানবতার শ্রেষ্ঠ দলিল)' শিরোপা নিয়ে পুরস্কৃত হল। এরপর 'পথের পাঁচালী'র পরের অংশের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' (১৯৫৯), যা 'অপু ট্রিলজি' নামে সমাদৃত। এই তিনটি সিনেমা বিশ্বের সিনেমা রসিকদের কাছে সম্মান ও সমাদর লাভ করেছে।

সত্যজিৎ রায় যে বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতেন সেটি হল-

(A) জে ডি কিমার

(B) নিউ থিয়েটার্স কোম্পানি

(C) ডি জে কিমার

(D) ইউনিভার্সাল কোম্পানি

47.

১৯৪৯-৫০ সালে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জঁ রেনোয়া 'দি রিভার' ছবির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। সত্যজিৎ রায় ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত এই দুই বন্ধু নিয়মিত ছবির শুটিং দেখতে জড়ো হতেন। রেনোয়ার সঙ্গে সিনেমা তৈরির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও হতো। এই সময় ডি জে কিমার নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় সত্যজিৎ কাজ করতেন। এরা তাঁকে লন্ডনে পাঠান। ইংল্যান্ডে থাকার সময় সত্যজিৎ ইউরোপের বিখ্যাত সব সিনেমা দেখার সুযোগ পান। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। দেশে ফেরেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি খসড়া চিত্রনাট্য নিয়ে। ফিরে এসে কলকাতার বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় শুটিং শুরু করেন। এই সিনেমা বানানোর জন্য টাকা জোগাড়ের তাগিদে তিনি নিজের বই, রেকর্ড, পেন্টিং বিক্রি করতেও বাধ্য হয়েছেন। টাকার অভাবে বহুবার শুটিং বন্ধও হয়ে গেছে। শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই সিনেমা শেষ হল। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট রিলিজ করে 'পথের পাঁচালী'। ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। ক্যামেরায় ছিলেন সুব্রত মিত্র। আর শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। এঁদের সকলের দক্ষতা ও ঐকান্তিক চেষ্টায় 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য সিনেমার সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হল। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি 'দ্য বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট (মানবতার শ্রেষ্ঠ দলিল)' শিরোপা নিয়ে পুরস্কৃত হল। এরপর 'পথের পাঁচালী'র পরের অংশের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' (১৯৫৯), যা 'অপু ট্রিলজি' নামে সমাদৃত। এই তিনটি সিনেমা বিশ্বের সিনেমা রসিকদের কাছে সম্মান ও সমাদর লাভ করেছে।

সত্যজিৎ রায় ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত কার ছবির শুটিং দেখতে নিয়মিত জড়ো হতেন?

(A) জঁ রেনোয়া উইলিয়াম

(B) জঁ রেনোয়া

(C) ফ্রান্সিস রেনোয়া

(D) জর্জ রেনোয়াঁ

48.

১৯৪৯-৫০ সালে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জঁ রেনোয়া 'দি রিভার' ছবির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। সত্যজিৎ রায় ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত এই দুই বন্ধু নিয়মিত ছবির শুটিং দেখতে জড়ো হতেন। রেনোয়ার সঙ্গে সিনেমা তৈরির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও হতো। এই সময় ডি জে কিমার নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় সত্যজিৎ কাজ করতেন। এরা তাঁকে লন্ডনে পাঠান। ইংল্যান্ডে থাকার সময় সত্যজিৎ ইউরোপের বিখ্যাত সব সিনেমা দেখার সুযোগ পান। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। দেশে ফেরেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি খসড়া চিত্রনাট্য নিয়ে। ফিরে এসে কলকাতার বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় শুটিং শুরু করেন। এই সিনেমা বানানোর জন্য টাকা জোগাড়ের তাগিদে তিনি নিজের বই, রেকর্ড, পেন্টিং বিক্রি করতেও বাধ্য হয়েছেন। টাকার অভাবে বহুবার শুটিং বন্ধও হয়ে গেছে। শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই সিনেমা শেষ হল। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট রিলিজ করে 'পথের পাঁচালী'। ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। ক্যামেরায় ছিলেন সুব্রত মিত্র। আর শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। এঁদের সকলের দক্ষতা ও ঐকান্তিক চেষ্টায় 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য সিনেমার সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হল। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি 'দ্য বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট (মানবতার শ্রেষ্ঠ দলিল)' শিরোপা নিয়ে পুরস্কৃত হল। এরপর 'পথের পাঁচালী'র পরের অংশের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' (১৯৫৯), যা 'অপু ট্রিলজি' নামে সমাদৃত। এই তিনটি সিনেমা বিশ্বের সিনেমা রসিকদের কাছে সম্মান ও সমাদর লাভ করেছে।

নীচে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল:

A. সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশিত সিনেমা 'পথের পাঁচালী'।

B. বিখ্যাত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির রচয়িতা সত্যজিৎ রায়।

C. 'পথের পাঁচালী' সিনেমাটি 'দ্য বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট' শিরোপা পেয়েছে।

D. 'পথের পাঁচালী', "আরণ্যক" ও 'অপুর সংসার' তিনটি নিয়ে সত্যজিতের 'অপু ট্রিলজির' গল্প।

প্রদত্ত সংকেতে যে-বিকল্পটিতে সবকটি মন্তব্য **শুদ্ধ**, সেটি হল:

(A) কেবল A, B এবং C

(B) কেবল B এবং C

(C) কেবল A এবং D

(D) কেবল A এবং C

49.

১৯৪৯-৫০ সালে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জঁ রেনোয়া ‘দি রিভার’ ছবির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। সত্যজিৎ রায় ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত এই দুই বন্ধু নিয়মিত ছবির শুটিং দেখতে জড়ো হতেন। রেনোয়ার সঙ্গে সিনেমা তৈরির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও হতো। এই সময় ডি জে কিমার নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় সত্যজিৎ কাজ করতেন। এরা তাঁকে লন্ডনে পাঠান। ইংল্যান্ডে থাকার সময় সত্যজিৎ ইউরোপের বিখ্যাত সব সিনেমা দেখার সুযোগ পান। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। দেশে ফেরেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের একটি খসড়া চিত্রনাট্য নিয়ে। ফিরে এসে কলকাতার বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় শুটিং শুরু করেন। এই সিনেমা বানানোর জন্য টাকা জোগাড়ের তাগিদে তিনি নিজের বই, রেকর্ড, পেন্টিং বিক্রি করতেও বাধ্য হয়েছেন। টাকার অভাবে বহুবার শুটিং বন্ধও হয়ে গেছে। শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই সিনেমা শেষ হল। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট রিলিজ করে ‘পথের পাঁচালী’। ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। ক্যামেরায় ছিলেন সুব্রত মিত্র। আর শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। এঁদের সকলের দক্ষতা ও ঐকান্তিক চেষ্টায় ‘পথের পাঁচালী’ শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য সিনেমার সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হল। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি ‘দ্য বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট (মানবতার শ্রেষ্ঠ দলিল)’ শিরোপা নিয়ে পুরস্কৃত হল। এরপর ‘পথের পাঁচালী’র পরের অংশের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন ‘অপরাজিত’ ও ‘অপুর সংসার’ (১৯৫৯), যা ‘অপু ট্রিলজি’ নামে সমাদৃত। এই তিনটি সিনেমা বিশ্বের সিনেমা রসিকদের কাছে সম্মান ও সমাদর লাভ করেছে।

'পথের পাঁচালী' সিনেমাটি সম্পূর্ণ করতে সত্যজিৎ রায়কে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন-

(A) তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

(B) তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়

(C) তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল রায়

(D) তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান ভট্টাচার্য

50.

১৯৪৯-৫০ সালে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জঁ রেনোয়া ‘দি রিভার’ ছবির শুটিং করতে কলকাতায় আসেন। সত্যজিৎ রায় ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত এই দুই বন্ধু নিয়মিত ছবির শুটিং দেখতে জড়ো হতেন। রেনোয়ার সঙ্গে সিনেমা তৈরির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও হতো। এই সময় ডি জে কিমার নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় সত্যজিৎ কাজ করতেন। এরা তাঁকে লন্ডনে পাঠান। ইংল্যান্ডে থাকার সময় সত্যজিৎ ইউরোপের বিখ্যাত সব সিনেমা দেখার সুযোগ পান। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। দেশে ফেরেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের একটি খসড়া চিত্রনাট্য নিয়ে। ফিরে এসে কলকাতার বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় শুটিং শুরু করেন। এই সিনেমা বানানোর জন্য টাকা জোগাড়ের তাগিদে তিনি নিজের বই, রেকর্ড, পেন্টিং বিক্রি করতেও বাধ্য হয়েছেন। টাকার অভাবে বহুবার শুটিং বন্ধও হয়ে গেছে। শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই সিনেমা শেষ হল। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট রিলিজ করে ‘পথের পাঁচালী’। ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। ক্যামেরায় ছিলেন সুব্রত মিত্র। আর শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। এঁদের সকলের দক্ষতা ও ঐকান্তিক চেষ্টায় ‘পথের পাঁচালী’ শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য সিনেমার সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হল। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি ‘দ্য বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট (মানবতার শ্রেষ্ঠ দলিল)’ শিরোপা নিয়ে পুরস্কৃত হল। এরপর ‘পথের পাঁচালী’র পরের অংশের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন ‘অপরাজিত’ ও ‘অপুর সংসার’ (১৯৫৯), যা ‘অপু ট্রিলজি’ নামে সমাদৃত। এই তিনটি সিনেমা বিশ্বের সিনেমা রসিকদের কাছে সম্মান ও সমাদর লাভ করেছে।

১৯৪৯-৫০ সালে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জঁ রেনোয়া কোন ছবির শুটিং করতে ভারতে আসেন?

(A) 'দি রিভার'

(B) 'দি যমুনা রিভার '

(C) 'দি গঙ্গা রিভার'

(D) 'পথের পাঁচালী'